ইসলাম ও ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ

প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তির জেনে রাখা উচিৎ ইসলাম ও ঈমান ভঙ্গের কারণ দশটি। যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি এ কারণসমূহের কোন একটিতে জেনে-শুনে স্বেচ্ছায় লিপ্ত হয় তাহলে সে মুসলিম থাকবে না। বরং সে কাফির হয়ে যাবে।

- প্রথমঃ আল্লাহ্‌র ইবাদতে শিরক্ করা।
- দ্বিতীয়ঃ যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে এবং আল্লাহ্‌র মধ্যে মাধ্যম সাব্যস্ত করল এবং সে মাধ্যমের কাছে প্রার্থনা করল, সুপারিশ কামনা করল, তাঁদের উপর ভরসা করল সে ব্যক্তি সকলের ঐকমতে কুফ্‌রী করল।
- তৃতীয়ঃ যে ব্যক্তি মুশরিকদের কাফির মনে করে না, অথবা তাঁদের কাফির হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করে, অথবা তাঁদের ধর্মকে সঠিক মনে করে সে কুফ্‌রী করল।
- চতুর্থঃ যে ব্যক্তি মনে করে যে, অন্যের হিদায়াত বা পথ নির্দেশনা নাবী মুহাম্মাদ সাঃ-এর হিদায়েতের চেয়ে পরিপূর্ণ, অথবা তার বিধান নাবীর বিধান এর চেয়ে উত্তম। উদাহরণস্বরূপ যে ব্যক্তি ত্বাগুতের বিধানকে নাবী সাঃ-এর বিধানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে সে কাফির।
- পঞ্চমঃ যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাঃ এর আনিত কোন বিধানকে অপছন্দ করল সে কুফ্‌রী করল, যদিও সে তা নিজে আমল করে।
- ষষ্ঠঃ যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাঃ এর দীনের কোন বিষয়কে অথবা সওয়াব কিংবা আজাব নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করল সে কুফ্‌রী করল।
- সপ্তমঃ জাদু। এতে রয়েছে ভেলকিবাজি এবং ভালোবাসা সৃষ্টির কর্মকাণ্ড, যে ব্যক্তি এ কাজ করল অথবা এতে সন্তুষ্ট হল সে কুফ্‌রী করল।
- অষ্টমঃ মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশরিক ও অমুসলিমদের সাহায্য করা কুফ্‌রী কাজ।
- নবমঃ যে ব্যক্তি মনে করে যে, কিছু লোক মুহাম্মাদ সাঃ এর শারী'আত থেকে বের হতে পারে, অর্থাৎ শারী'আত না মানলেও চলবে যেমন খিজির আলাইহিস সালাম মুসা আলাইহিস সালাম এর শারী'আত থেকে বের হয়েছিল, সে কাফির।
- দশমঃ আল্লাহ্‌র দীন থেকে বিমুখ হওয়া, অর্থাৎ- দীনের জ্ঞান অর্জন ও সে অনুসারে আমল করে না, সা কাফির।